BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৩

Lecture Content

মধ্যযুগের সাহিত্য-২

- ☑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য
- ☑ অন্নদামঙ্গল কাব্য
- ☑ কালিকামঙ্গল কাব্য
- ☑ ধর্মমঙ্গল কাব্য
- ☑ বৈষ্ণব পদাবলি

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

(মধ্যযুগ-০২)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আখেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধান দিয়ে পূঁজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যের নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যধের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সওদাগর, লহনা, ফুল্লরা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের

পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-

(১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
(২) আখেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
(৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

- চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।
- কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. "চণ্ডীমঙ্গল" কব্যের আদি কবি কে?
ক. মুকুন্দরাম খ. দ্বিজ মাধব
গ. মানিকদত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত **গ**

২. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খ. চন্দ্র সুধমার
গ. জমিদার রঘুনাথ রায়ের ঘ. মাগন ঠাকুরের **গ**

৩. কালকেতু এবং ফুল্লরা বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. মনসামঙ্গল **গ**

৪. কবিকঙ্কন কার উপাধি?
ক. বিদ্যাপতি খ. জ্ঞানদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বংশীদাস **গ**

অন্নদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড-ভবানন্দ মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহর, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নদামঙ্গলের কবি

- অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-

  'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।

আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।

- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

২. "অন্নদামঙ্গল" কাব্য কোন যুগের?
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্ধকার যুগ ঘ. আধুনিক যুগ **খ**

৩. 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করেন কে?
ক. ঈশ্বরগুপ্ত খ. আলাওল
গ. মুকুন্দরাম ঘ. ভারতচন্দ্র **ঘ**

৪. কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছেলেন কে?
ক. জমিদার রঘুনাথ খ. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
গ. চণ্ডীদাস ঘ. ময়ূরভট্ট **খ**

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়াকাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তার কালিকামঙ্গলে তিনি অশ্লীলরূপে নারী মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশি বিদ্যাশিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. "কালিকামঙ্গল" কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় কী?
ক. প্রণয়কাহিনী খ. ধর্মকাহিনী
গ. কলিযুগের কাহিনী ঘ. সনাতন কহিনী **ক**

২. 'কালিকামঙ্গলের' অন্য নাম কী?
ক. সুন্দরী বিদ্যা খ. বিদ্যাসুন্দর
গ. বিদ্যাদেবী ঘ. কালিকাসুন্দর **খ**

৩. শ্রেষ্ঠ মানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. সাবিরিদ খান খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মুকুন্দরাম ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলোর শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবন্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

- শিব প্রাগবৈদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তার বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক মৌলিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম 'শিবের মঙ্গল'।
- কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শিবমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
- কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে 'শিবায়ন' বা 'শিব-কীর্তন' নামে কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর নামে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার ঘটনা নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। হিন্দুদের নিচু শ্রেণির (ডোমসমাজ) দেবতা ধর্মঠাকুর। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা। আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গল পাচালির চেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। অসংখ্য অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ রচনা করেন এ কাব্য। ধর্মঠাকুরই একমাত্র দেবতা যাতে সর্বশ্রেণির সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয়: সূর্য তার অনুগত, সন্তানদের তার আয়ত্তে, জলবর্ষণ তার কাজ, চক্ষুরোগ নিরাময় তার কৃপা, তার দেয়া দণ্ড কুষ্ঠরোগ, ধবল রূপ তার প্রিয়। সাধারণত একটি শিলাখণ্ডই (কূর্মমূর্তি) ধর্ম-প্রতীকরূপে পূজা পায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; (২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনী'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ূরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "শ্রীধর্মপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।

  ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।

  রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্য প্রথম গীত হয়।
- কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. "ধর্মমঙ্গল" কাব্যের আদি কবি কে?

ক. ময়ূর ভট্ট খ. সাবিরিদ খান
গ. রামাই পন্ডিত ঘ. হলায়ুধ মিশ্র **ক**

২. "নিরঞ্জনমঙ্গল" কাব্যের রচয়িতা কে?

ক. শ্যাম পন্ডিত
খ. রামাই পন্ডিত
গ. লোচন দাস
ঘ. গোবিন্দ দাস **ক**

৩. খেলারাম চক্রবর্তী কোন কাব্যের কবি ছিলেন?

ক. মনসামঙ্গল
খ. ধর্মমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল
ঘ. কালিকামঙ্গল **খ**

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তার ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবে দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বারো শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন- জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি:):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা কবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধূয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-

"যাঁহা যাঁহা তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তার তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।

তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বৈষ্ণব পদাবলি বা পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

২. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?
ক. বাউল বা মরমী গীতি খ. বৌদ্ধ ধর্মের গুঢ় বিষয়
গ. দেবস্তুতিমূলক রচনা ঘ. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য **খ**

৩. পদাবলি লিখেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. প্রমথ চৌধুরী **ক**

৪. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. বিদ্যাপতি খ. চন্ডীদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কোরেশী মাগনঠাকুর **খ**

৫. 'কবিকণ্ঠহার' কোন কবির উপাধি?
ক. চন্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. জ্ঞানদাস **খ**

এক কথায় উত্তর

১. **"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" ও "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?**
– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২. **'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?**
– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৩. **মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন–**
– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৪. **'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কার রচনা?**
– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

৫. **বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?**
– কালিকামঙ্গল কাব্যের।

৬. **কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী?**
– বিদ্যা সুন্দর কাব্য।

৭. **কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?**
– কবি কঙ্ক।

৮. **কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?**
– সাবিরিদ খান। ষোড়শ শতকের।

৯. **কবিরঞ্জন কার উপাধি? তার কাব্যের নাম কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?**
– রাম প্রসাদ সেনের। তার কাব্যের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন।

১০. **ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি কে?** –ময়ূরভট্ট।

১১. **ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী?**
–ময়ূরভট্ট। তার রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ/ (শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্য)।

১২. **রুপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি?**
– ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি।

১৩. **ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?**
– ঘনরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের।

১৪. **ধর্মমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?**
– দুই খণ্ডে। লাউসেনের কাহিনী ও হরিশচন্দ্রের কাহিনী।

১৫. **'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত?** – ময়ূরভট্ট।

১৬. **'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া' কার রচনা?** – চণ্ডীদাস।

১৭. **বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কীসের সম্পর্ক দেখানো হয়?**
– স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

১৮. **বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?** – বিদ্যাপতি।

১৯. **পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?**
– বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।

২০. **বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?** – ব্রজবুলি।

২১. **গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?** – ব্রজবুলি ।

২২. **"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।" কে লিখেছেন?**
– বিদ্যাপতি।

২৩. **বৈষ্ণব পদাবলির কোন কবি অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন?**
– গোবিন্দ দাস।

২৪. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?**
– শ্রী চৈতন্যদেব।

২৫. **ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন কে?** – বিদ্যাপতি।

২৬. **ব্রজবুলি কোন স্থানের ভাষা?** – মিথিলা-মথুরার ভাষা।

২৭. **পদাবলি সাহিত্যের প্রথম কবি কে?** – চণ্ডীদাস।

২৮. **"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" চরণটির রচয়িতা কে?**
– চণ্ডীদাস।

২৯. **পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে কাকে অভিহিত করা হয়?**
– বিদ্যাপতি।

৩০. **মৈথিলী কোকিল কার উপাধি? তিনি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছেন?**
– বিদ্যাপতির। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।

৩১. **"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জল চিরহি ঝাপি গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল চলতহি আঙ্গুলি চাপি"-পদটির রচয়িতা কে?**
– গোবিন্দ দাস।

৩২. **অভিনব জয়দেব নামে খ্যাত কে?** – বিদ্যাপতি।

৩৩. **বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান অবলম্বন কী?** – রাধা-কৃষ্ণের প্রেম।

৩৪. **জয়দেব রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?** – গীত গোবিন্দ।

৩৫. **ব্রজবুলি ভাষার দুইজন কবির নাম লিখুন?**
– বিদ্যাপতি, জয়দেব, গোবিন্দদাস।

৩৬. **কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, বিভাগসার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?** – বিদ্যাপতি।

৩৭. **"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল আমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেলা"-পদটির রচয়িতা কে?**
– জ্ঞানদাস।

৩৮. **কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?** – বিদ্যাপতি।

৩০. **'সই, কেবা শুনাইল শ'- পদটির রচয়িতা কে?** – চণ্ডীদাস।

৪০. **বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?** – ৩ জন।

Teacher's Work

১. মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২ গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২

২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসীম? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. আদিনাথ ঘ. মনোহর দাস

৩. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে- *[৩৪তম বিসিএস]*
ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

৪. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? *[২৮তম বিসিএস]*
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত

৫. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন? *[২৮তম বিসিএস]*
ক. বাংলা খ. ভারত
গ. কনৌজ ঘ. মিথিলা

৬. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা

৭. 'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুনে মন ভোর' কার রচনা? *[২৬তম বিসিএস]*
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস

৮. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? *[২৩তম বিসিএস]*
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে- *[২৩তম বিসিএস]*
ক. ভাড়ু দত্ত খ. চাঁদ সওদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. কুবের

১০. বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে? *[২২তম বিসিএস]*
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. মানিক দত্ত
গ. গোঁজলা গুই ঘ. বিদ্যাপতি

১১. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়? *[২১তম বিসিএস]*
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
ঘ. মৈথিলী ভাষার একটি উপাভাষা

১২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- *[১৭তম বিসিএস]*
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মদন মোহন তর্কালংকার ঘ. কামিনী রায়

১৩. বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে? অথবা, বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

১৪. কোন উক্তিটি ঠিক?
ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনিকাব্য
খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান

১৫. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি

১৬. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. কৃত্রিম কবিভাষা ঘ. মথুরার ভাষা

১৭. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ

১৮. কোন যুগকে প্রাক চৈতন্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে
খ. চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে
গ. পঞ্চদশ শতাব্দীকে
ঘ. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে

১৯. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচিত হয় কোন শাসনের সময়?
ক. পাল শাসন খ. সেন শাসন
গ. সুলতানী শাসন ঘ. মুঘল শাসন

২০. কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বরূপ লাভ করেছিল কোন যুগে?
ক. প্রাক চৈতন্য যুগে খ. চৈতন্য যুগে
গ. প্রাচীন যুগে ঘ. আধুনিক যুগে

২১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?
ক. দীন চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. চণ্ডীদাস

২২. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?

ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দ দাস

২৩. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. চণ্ডীদাস
গ. জয়দেব ঘ. চৈতন্যদেব

২৪. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত গ. ব্রজবুলি ঘ. পালি

২৫. বিদ্যাপতির জন্ম-
ক. আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
খ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে
গ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
ঘ. তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

২৬. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. তিনজনই

২৭. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?
ক. চৈতন্য জীবনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা
গ. বৌদ্ধধর্ম ঘ. ব্রাহ্মধর্ম

২৮. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?
ক. মৈথিলি ভাষায় খ. বাংলা ভাষায়
গ. প্রাকৃত ভাষায় ঘ. ব্রজবুলি ভাষায়

২৯. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. শ খ. ষ
গ. স ঘ. একটিও নয়

৩০. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?
ক. বিদ্যাপতির খ. জ্ঞানদাসের
গ. চণ্ডিদাসের ঘ. গোবিন্দদাসের

৩১. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি

৩২. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?
ক. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক
খ. রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক
গ. নর ও নারীর সম্পর্ক
ঘ. চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক

৩৩. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'- কার রচনা?
ক. বড়ু চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. দীন চণ্ডীদাস ঘ. লালন ফকির

৩৪. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. বড় চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস

৩৫. 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'-কে লিখেছেন?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৩৬. সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'- কার রচনা?
ক. বিদ্যাপতি খ. গোবিন্দ দাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস

৩৭. গোবিন্দদাস কতগুলো পদ রচনা করেছেন?
ক. প্রায় পাঁচশত খ. প্রায় ছয়শত
গ. প্রায় সাতশত ঘ. প্রায় আটশত

৩৮. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৭৫২ গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২

৩৯. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মানিক দত্ত ঘ. দাশু রায়

৪০. মঙ্গল যুগের সর্বশেষ কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানাহরি দত্ত

৪১. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

৪২. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসদাগর

৪৩. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক. বিজয় দত্ত খ. ময়ুর ভট্ট
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত

৪৪. 'মনসামঙ্গল'-এর লেখক কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানা হরিদত্ত

৪৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল খ. শীতলা মঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি

৪৬. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

৪৭. মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. মা মনসার পূজা করা খ. চণ্ডীপূজা করা
গ. ধর্মের মঙ্গল সাধনা ঘ. বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা

৪৮. মনসামঙ্গলের কবি কে?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিপ্রদাস পিপিলাই ঘ. ওপরের তিনজনই

৪৯. বিজয়গুপ্ত কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. বরিশাল
গ. ফরিদপুর ঘ. চট্টগ্রাম

৫০. 'মনসাবিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. বিপ্রদাস পিপিলাই খ. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. নারায়ণদেব

৫১. চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
ক. মুকুন্দরাম খ. দ্বিজ মাধম
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত

৫২. 'বাইশা' কী?
ক. মনসামঙ্গল কাব্যের একজন কবি
খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি
গ. মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ জন ছোট-বড় কবি
ঘ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছোট-বড় বাইশ জন কবি

৫৩. দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম কোথায়?
ক. ময়মনসিংহ খ. কলকাতায়
গ. মিথিলায় ঘ. সিলেট

৫৪. 'কেতকাদাস ক্ষেমনান্দ' নামের মূল নাম কোনটি?
ক. কেতকাদাস খ. ক্ষেমানন্দ
গ. সম্পূর্ণ অংশ ঘ. কোনোটিই নয়

৫৫. সমস্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য কয়টি কাহিনি নিয়ে রচিত?
ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৫৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?
ক. ভারতচন্দ্র খ. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার

৫৭. ভবানন্দ মজুমদারের পূর্বনাম কি ছিল?
ক. ভবানন্দ খ. মজুমদার
গ. দুর্গাদাস ঘ. ভবানন্দ মজুমদার

৫৮. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কোন গ্রন্থ রচনা করেন?
ক. মনসামঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল

৫৯. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন?
ক. রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের
খ. চন্দ্র সুধর্মার
গ. জমিদার রঘুনাথ রায়ের
ঘ. মাগন ঠাকুরের

৬০. প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৬১. কোনটি পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. গৌরীমঙ্গল
গ. দুর্গামঙ্গল ঘ. তিনটিই

৬২. কোনটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. সারদামঙ্গল ঘ. সবগুলোই

৬৩. মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কোন ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পয়ার ছন্দ খ. স্বরবৃত্ত ছন্দ
গ. মুক্তক ছন্দ ঘ. গৈরিশ ছন্দ

৬৪. সাপের অধিষ্টাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কি?
ক. ক্ষেমানন্দ খ. কেতকা
গ. পদ্মাবতী ঘ. খ ও গ

উত্তরপত্র

০২	গ	০৩	ক	০৪	খ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	গ	১৩	ক
১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ	২১	খ	২২	খ	২৩	খ
২৪	গ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক
৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	গ	৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	খ
৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	ঘ	৫১	ঘ	৫২	খ	৫৩	ক
৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	ক	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	গ	৬১	গ	৬২	গ	৬৩	গ
৬৪	ঘ	৬৫	ঘ	৬৬	ক	৬৭	ঘ												

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম কবি কে?
ক. শ্রীচৈতন্য দেব খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. চণ্ডীদাস

০২. বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. আলাওল

০৩. পদ বা পদাবলি বলতে কি বুঝায়?
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বাউল বা মরমী গীতি
ঘ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি

০৪. বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
ক. ৩ জন খ. ২ জন গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন

০৫. 'মৈথিলী কোকিল' খ্যাত কে?
ক. জ্ঞানদাস খ. গোবিন্দদাস
গ. বিদ্যাদাস ঘ. বিদ্যাপতি

০৬. কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র

০৭. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি

০৮. বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?
ক. নবদ্বীপের খ. মিথিলার গ. বৃন্দাবনের ঘ. বর্ধমানের

০৯. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?
ক. ফারসি খ. ব্রজবুলি গ. মারাঠি ঘ. হিন্দি

১০. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. জয়দেব
গ. গোবিন্দদাস ঘ. এদের কেউ নয়

১১. মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-
ক. গীতিকাব্য খ. মঙ্গলকাব্য
গ. জীবনীকাব্য ঘ. চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়

১২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?
ক. চতুর্দশপদী কবিতা খ. চর্যাপদ
গ. ছোটগল্প ঘ. মঙ্গলকাব্য

১৩. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-
ক. লোকসংগীত খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান ঘ. পীর পাঁচালী

১৪. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য খ. অনুবাদ সাহিত্য
গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি

১৫. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন

১৬. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী

১৭. কোন মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক. ৩টি খ. ৫টি গ. ৭ টি ঘ. ৮ টি

১৮. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায়

১৯. মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-
ক. ভারতচন্দ্র খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত

২০. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল

২১. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত

২২. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর

২৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?
ক. মনসামঙ্গল ক. শীতলামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি

২৪. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

২৫. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপত্র

০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	খ										

Self Study

১. কে বাংলা ভাষার কবি নন?
ক. জ্ঞানদাস খ. জয়দেব গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

২. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?
ক. প্রজধামে কথিত ভাষা খ. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

৩. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি

৪. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা খ. ব্রজভূমির ভাষা
গ. বৃন্দাবনের ভাষা ঘ. মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা

৫. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক / স্রষ্টা কে?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. আলাওল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. 'ব্রজবুলি' কোন স্থানের ভাষা?
ক. আসাম খ. মিথিলা গ. গৌড় ঘ. পশ্চিমবঙ্গ

৭. 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস

৮. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক. ভাবরস খ. মধুররস গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস

৯. 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌ঠ

১০. নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?
ক. সুরদাস খ. কালিদাস গ. জ্ঞানদাস ঘ. জয়দেব

১১. বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?
ক. সন্ধ্যাভাষা খ. অধিভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. সংস্কৃত ভাষা

১২. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?
ক. বংশীদাস চক্রবর্তী খ. রূপরাম চক্রবর্তী
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বলরাম চক্রবর্তী

১৩. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত

১৪. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?
ক. রায়গুণাকর খ. কবিকণ্ঠহার
গ. কবিকঙ্কন ঘ. কবিরঞ্জন

১৫. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?
ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ময়ূরভট্ট

১৬. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রামরাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

১৭. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. হরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

১৮. ''অন্নদামঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

১৯. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দরাম ঘ. ভারতচন্দ্র

২০. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এ প্রার্থনাটি করেছে-
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. নলকুবের

২১. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া-
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কামিনী রায়

২২. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- বাংলার সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু

২৩. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলুল করিম

২৪. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক. নায়িকার বারমাসের সুখ-দু:খের বর্ণনা
খ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী
গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ. বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ

২৫. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন-
ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫২ গ. ১৭৬০ ঘ. ১৭৬২

২৬. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
ক. মনসামঙ্গল কাব্য খ. অন্নদামঙ্গল কাব্য
গ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঘ. ধর্মমঙ্গল কাব্য

উত্তরপত্র

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ								

Class Exam

১. **বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?**
ক. সন্ধ্যাভাষা খ. অধিভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. সংস্কৃত ভাষা

২. **মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?**
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মানিক দত্ত ঘ. দাশু রায়

৩. **মধ্যযুগের কবি নন কে?**
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞান দাস

৪. **বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে?**
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. রাম রাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

৫. **'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন-**
ক. রামাই পণ্ডিত খ. শ্রীকর নন্দী
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. লোচন দাস

৬. **'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ

৭. **বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙ্গালি কবি কে?**
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি

৮. **'বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. **ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ?**
ক. মৈথিলি ও বাংলা
খ. মৈথিলি ও হিন্দি
গ. বাংলা ও হিন্দি
ঘ. বাংলা ও সংস্কৃত

১০. **কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন?**
ক. শেখ ফয়জুল্লাহ
খ. সৈয়দ আইনুদ্দিন
গ. আলাওল
ঘ. এর প্রত্যেকেই

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।